ঝিনাইদহে হিরণ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

জ্ঞাত আয় বহির্ভুত সম্পদ অর্জনের দায়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরণের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ঝিনাইদহ সমন্বিত অফিসের উপ-পরিচালক জাহিদ কামাল মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) বাদী হয়ে মামলাটি করেন। দুদকের ঝিনাইদহ অফিস স্থাপনের পর এটিই প্রথম মামলা। মামলায় উল্লেখ করা হয় আসামী শহিদুল ইসলাম হিরণ এক কোটি ৩৩ লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৩ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।

এজাহার সুত্রে জানা গেছে, শহিদুল ইসলাম হিরণ ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৩ সাল এবং ২০০৯ সাল থেকে অদ্যবধী পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৯ নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দায়িত্ব পালনকালে তিনি নিজে ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের নামে ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৪৩৩ টাকার জমি এবং এক কোটি ২০ লাখ টাকা মুল্যমানের বাড়ি নির্মানসহ এক কোটি ৩৮ লাখ ৫৭ হাজার ৪৩৩ স্থাবর, গাড়ি ব্যাবসয়িক পুজি, ইলেক্টিক, ইলেকট্রনিকস ও আসবাবপত্রসহ মোট ২২ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭০ টাকার অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন।

এ সকল সম্পদ অর্জনের উৎস হিসেবে সম্মানী ভাতা, গৃহ সম্পত্তি, কৃষি ও জমি বিক্রিসহ বিভিন্ন খাত থেকে ৪৫ লাখ ৪৬ হাজার এক’শ টাকার আয় পাওয়া যায়। পারিবারিকসহ অন্যান্য খাতে শহিদুল ইসলাম হিরনের ব্যয় পাওয়া যায় ১৬ লাখ ৬ হাজার ৪৩০ টাকা। আয় থেকে তার ব্যয় বাদ দিলে তার সঞ্চয় থাকে ২৯ লাখ ৩৯ হাজার ৬৭০ টাকা। যার বিপরীতে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ পাওয়া যায় এক কোটি ৬১ লাখ ৩৪ হাজার ৩ টাকা।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, এ ক্ষেত্রে তার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে এক কোটি ৩৩ লাখ ৯৪ হাজার ৩৩৩ টাকার অসঙ্গতিপুর্ন ও জ্ঞাত আয়ের উৎস্য বহির্ভুত সম্পত্তি পাওয়া যায়, যা তিনি দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জন করেছেন বলে প্রাথমিক ভাবে প্রতীয়মান হয়। ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারায় অপরাধ করায় এ মামলা দায়ের করা হয়।

উল্লেখ্য এর আগে প্রথম অনুসন্ধান কর্মকর্তা ছিলেন দুদকের যশোর অফিসের সহকারি পরিচালক শহিদুল ইসলাম মোড়ল ও দ্বিতীয় অনুসন্ধান কর্মকর্তা হিসেবে সহকারি পরিচালক মোশাররফ হোসেন দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার বিষয়ে চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন বলেন, একটি স্বার্থন্বেষী মহল দুদকের কাছে ভুল তথ্য দিয়ে একটি মামলা করেছে। আমি এর বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে মোকাবেলা করব।

কুষ্টিয়ায় পাসপোর্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৩ দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। দালালদের দৌরাত্ম্য এবং ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগে পরিচালিত এ অভিযানে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার দুপুরে দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সরকারি পরিচালক নীল কোমল পালের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, সদর উপজেলার চৌড়হাস আদর্শপাড়া সলক আলীর ছেলে রিপন (২৭), চৌড়হাস এলাকা ছরোয়ার হোসেনের ছেলে মহিবুল (৪০) এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার আবুল কাসেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৪০)। এর মধ্যে মহিবুল এবং দেলোয়ারকে তিন মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং রিপনকে এক মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

দুদক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাসপোর্ট অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের মাধ্যমে হয়রানির শিকার এবং কিছু অসৎ কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে কাজ করছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। পরে তারা পাসপোর্ট অফিসের ভেতর থেকে তিনজনকে আটক করে।

অভিযানের সময় পাসপোর্ট অফিস থেকে এক লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র তল্লাশি এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে দুদক।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের পক্ষ থেকে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিন দালালকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কুষ্টিয়ার সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, অভিযানে হাতে নাতে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে।

এ ছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার এবং কিছু কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে। পরে সেখান থেকে পাওয়া নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপপরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সেখানকার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যসহ দালালদের বিরুদ্ধে অভিয়োগ উঠে আসে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করলে নজরে আসে দুদকের।

এস কে সিনহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

দিলেন তিনজন

২০১৬ সালে ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমান পদ্মা ব্যাংক) চার কোটি টাকা ঋণ জালিয়াতি ও অর্থপাচার মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার অব অপারেশন মৃনাল মজুমদারসহ তিনজন।

আজ মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক শেখ নাজমুল আলমের আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। এসময় পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ১ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেন আদালত।

সাক্ষ্য দেওয়া অপর দুইজন হলেন ব্যাংকের এক্সকিউটিভ অফিসার মো. রেজাউল হাসান ও মামলার রেকর্ডিং অফিসার মো. মনিরুল ইসলাম।

এ মামলায় জামিনে থাকা ফারমার্স ব্যাংকের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. লুৎফুল হক, সাবেক এমডি এ কে এম শামীম, সাবেক এসইভিপি গাজী সালাহউদ্দিন, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা মো. শাহজাহান, নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা আদালতে উপস্থিত হন। এছাড়া এ মামলায় কারাগারে থাকা ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেডের অডিট কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মো. মাহবুবুল হক চিশতীকে (বাবুল চিশতী) আদালতে হাজির করা হয়। এসময় আদালতে তাঁর জামিন আবেদন করা হয়। পরে আদালত জামিন আবেদন খারিজ করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এদিকে, এ মামলার প্রধান আসামি সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা)-সহ চার আসামি এখনো পালাতক। অন্য তিন আসামি হলেন ফারমার্স ব্যাংকের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাফিউদ্দিন আসকারী, রণজিৎ চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী সান্ত্রী রায়।

গত ১৮ আগস্ট আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলার বাদী দুদক পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন সাক্ষ্য দেন। ১৩ আগস্ট এ মামলার অভিযোগ গঠন করেন আদালত। এর আগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ মামলাটি ঢাকার বিশেষ জজ-৪-এ বদলির আদেশ দেন।

গত ৫ জানুয়ারি এস কে সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। ১০ ডিসেম্বর আদালতে অভিযোগপত্র জমা

দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের পরিচালক বেনজীর আহমেদ। এর আগে ৪ ডিসেম্বর কমিশনের সভায় ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র অনুমোদন দেওয়া হয়।

গত বছরের ১০ জুলাই দুদক পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন বাদী হয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকায় মামলাটি করেন। সূত্র- কালের কন্ঠ

মেহেরপুরে দুটি সরকারি অফিসে দুদকের অভিযান

মেহেরপুর জেলা সরকারি গ্রন্থাগার অনিয়মের অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাসিরুল্লাহ হুসাইনের নেতৃত্বে অভিযানের দুদকের অন্যান্য কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন।
অভিযানে গ্রন্থাগারের বেশকিছু ভ‚য়া বিল ভাউচার পাওয়া যায়। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা জানান কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত একাধিক ভুয়া ভাউচার পাওয়া গেছে। এখানে কোন কিছু ক্রয় না করে বিল ভাউচার দেখানো হয়েছে ।
দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক নাসিরুল্লাহ হুসাইন বলেন, জেলা সরকারি গ্রন্থাগার ইমদাদুল হকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরে মেহেরপুর জেলা অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালানো হয় এবং সেখানে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি। নাসিরুল্লাহ হুসাইন এর দেওয়া এক সা¶◌াৎকারে বলেন, ১০৬ এর অভিযোগের ভিক্তিতে মেহেরপুরের দুটি সরকারী অফিসে অভিযান পরিচালনা করি এর মধ্যে জেলা সরকারি গ্রন্থাগারের গত ২ বছরের নথি পর্যালোচনা করে দেখেছি বেশ কিছু অনিয়ম রয়েছে। এর মধ্যে কম্পিউটার ক্রয় বাবদ, বই ক্রয় বাবদ বেশ কিছু ভ‚য়া ভাউচার পাওয়া যায়।
মেহেরপুর জেলা অঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযানের সময় আমরা মেন গেট বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেকের কাছে জিঙ্গাসা করেছি। আমি এখানে কোন দালাল পাইনি।

সেবা গ্রহনকারীদের কাছে জানতে চেয়েছি তারা কোন হয়রানির শিকার হচ্ছে কিনা তারা সবাই পজেটিভলি বলেছে, কেউ কোন অভিযোগ দেইনি।

নিজস্ব প্রতিনিধি